চিরায়ত

তিতাস একটি নদীর নাম

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

KOBI PROKASHANI

তিতাস একটি নদীর নাম

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

প্রকাশকাল

কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৬

প্রকাশক

সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ

শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৫০০ টাকা

Titas Ekti Nadir Naam a novel by Adwaita Mallabarman
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: August 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price BDT 500 RS 500 US$ 25
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-2250-21-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

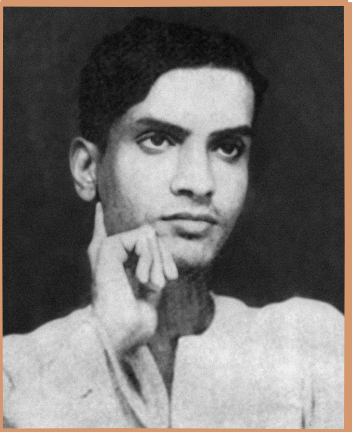

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

জন্ম ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি। অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার গোকর্ণ; ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মাত্র ৩৭ বছরের আয়ু পেয়েছিলেন। পুরোটাই কাটিয়েছেন ক্ষুধায়, অসুস্থতার যন্ত্রণায়। ভয়ংকর মেধাবী হয়েও, ম্যাট্রিকে প্রথম শ্রেণি পেয়েও আর পড়তে পারেননি। মাসিক 'ত্রিপুরা', জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক 'নবশক্তি', 'মোহাম্মদী', 'যুগান্তর', 'আজাদ', 'নবযুগ', 'কৃষক' আর 'দেশ' পত্রিকায় অনুবাদ, ফিচার লিখে করেছেন গ্রাসাচ্ছাদন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাদেও লিখেছেন 'শাদা হাওয়া', 'রাঙামাটি', 'দলবেঁধে', 'নয়া বসত'। অনুবাদ করেছেন আর্ভিং স্টোনের 'লাস্ট ফর লাইফ', জীবনতৃষ্ণা নামে। স্বকীয় গদ্যে, অনন্য শৈলীতে মানুষের সংগ্রামের কথা লিখেছেন 'জাউল্যার পোলা' অদ্বৈত মল্লবর্মণ, মৃত্যুর হাত বেঁধে রেখে। ১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

এক

তিতাস একটি নদীর নাম

তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস।

স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।

ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।

মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। আবার রমু মোড়লের মরাই, যদু পণ্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়া বহিয়া যাওয়া শীর্ণ পল্লীতটিনীর চোরা কাঙ্গালপনাও তার নাই। তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্টু পল্লীবালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোনোদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।

তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।

কত নদীর তীরে একদা নীল-ব্যাপারীদের কুঠি-কেল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোগল-পাঠানের তাঁবু পড়িয়াছে, মগদের ছিপনৌকা রক্ত লড়াইয়ে মাতিয়াছে—উহাদের তীরে তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষের রক্তে হাতিঘোড়ার রক্তে সে-সব নদীর জল কত লাল হইয়াছে। আজ হয়তো তারা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুথির পাতায় রেখ কাটিয়া রাখিয়াছে। তিতাসের বুকে তেমন কোনো ইতিহাস নাই। সে শুধু একটি নদী।

তার তীরে বড় বড় নগরী বসানো নাই। সওদাগরের নৌকারা পাল তুলিয়া তার বুকে বিচরণ করিতে আসে না। ভূগোলের পাতায় তার নাম নাই।

ঝরনা থেকে জল টানিয়া, পাহাড়ি ফুলেদের ছুঁইয়া ছুঁইয়া উপল ভাঙিয়া নামিয়া আসার আনন্দ কোনোকালে সে পায় নাই। অসীম সাগরের বিরাট চুম্বনে আত্মবিলয়ের আনন্দও কোনোকালে তার ঘটিবে না। দুরন্ত মেঘনা নাচিতে নাচিতে কোনোকালে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকাইয়াছিল; বাঁ তীরটা একটু মচকাইয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়। স্রোত আর ঢেউ সেখানে প্রবাহের সৃষ্টি করে। ধারা সেখানে নরম মাটি খুঁজিয়া, কাটিয়া, ভাঙিয়া দুমড়াইয়া পথ সৃষ্টি করিতে থাকে। এক পাকে শত শত পল্লী দুই পাশে রাখিয়া অনেক জঙ্গল অনেক মাঠ-ময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে—মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস। কিন্তু সে কি আজকের কথা? কেউ মনেও করে না কিসে তার উৎপত্তি হইল। শুধু জানে সে একটি নদী। অনেক দূরপাল্লার পথ বাহিয়া ইঁহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়াছে। পল্লীরমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক—কিন্তু কাঁকনের মতোই তার বলয়াকৃতি।

অনেক নদী আছে বর্ষার অকুণ্ঠ প্লাবনে ডুবিয়া তারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পারের কোনো হদিস থাকে না, সবদিক একাকার। কেউ তখন বলিতে পারে না এখানে একটি নদী ছিল। সুদিনে আবার তাদের উপর বাঁশের সাঁকোর বাঁধ পড়ে। ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়িরা পর্যন্ত একখানা বাঁশে হাত রাখিয়া আর একখানা বাঁশে পা টিপিয়া টিপিয়া পার হইয়া যায়। ছেলে-